দৈনিক খবর

দৈনিক খবর

ঢাকা রোববার, ২৩শে শ্রাবণ, ১৩৯৫ বাংলা

তারি 07 AUG 1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

015

বিনামূল্যের সরকারী বই

পত্রিকান্তরে প্রকাশ, ঝিনাইদহ সদর উপজেলাসহ জেলার ছ'টি উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য পাওয়া বিপুল সংখ্যক সরকারী বই এখনো বিলি করা হয়নি। প্রকৃত সংখ্যা থেকে অধিক সংখ্যায় ছাত্র-ছাত্রী দেখিয়ে বই চাওয়ার ফলেই নাকি এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। প্রকাশ, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের মাধ্যমেজেলার দু'টি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রেণীভিত্তিক সংখ্যা জানিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তরের কাছে যে বই চেয়েছিলো প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর দু'কিস্তিতে সেই সংখ্যক বইই জেলা অফিসে সরবরাহ করে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসগুলোর মধ্যে সময়মত তাদের দেয়া ছাত্র-ছাত্রী অনুপাতেই পাঠ্যবই বন্টন করে। কিন্তু শিক্ষাবর্ষের ৭ মাস পার হয়ে গেলেও ছ'টি উপজেলাতেই এখনও বিপুল সংখ্যক বই বিলি করা হয়নি। এরকম বিলি না করা বইয়ের সংখ্যা কত সে হিসেব অবশ্য জানা সম্ভব হয়নি। উপজেলা শিক্ষা অফিসগুলোর লোকজন নাকি এ ব্যাপারে মুখ খুলতে নারাজ। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বিপুল সংখ্যক বই বিলি না হওয়ার ব্যাপারটি স্বীকার করেছেন। তবে তিনিও এর সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে কিছু জানাতে পারেননি। কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন, বিলি করা হয়নি এমন বইয়ের সঠিক সংখ্যা জানানোর জন্য বারবার তাগিদ দেয়া হলেও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসগুলো এখন পর্যন্ত তা জানায়নি। উপজেলা পদ্ধতি প্রবর্তনের পর থেকে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসগুলো সরাসরি উপজেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে। জেলা শিক্ষা অফিসের কর্তৃত্ব সেখানে গৌন বলেই এমন আদেশ-নির্দেশকে এখন আর তেমন আমল দেয়া হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে।

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য যে সমস্ত সরকারী বই বিভিন্ন উপজেলায় পাঠানো হয় সময়মত তা ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পৌঁছলো কিনা সেটা পরখ করাও সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব। বিগত বছরগুলোতে শিক্ষা বর্ষের কয়েক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর ছাত্র-ছাত্রীরা বই পাচ্ছে না এরকম অভিযোগের কথা প্রায়ই শোনা গেছে। মনে হয় সেই অবস্থার অনেকটাই উন্নতি হয়েছে। কেননা ইদানীং সেরকম অভিযোগের কথা বড় একটা শোনা যায় না। আলোচ্য সংবাদেও ছাত্র-ছাত্রীরা বিনামূল্যের পাঠ্য বই পায়নি এরকম অভিযোগের কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে ঝিনাইদহ সদর উপজেলাসহ জেলার ছ'টি উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য পাওয়া বিপুল সংখ্যক সরকারী বই এখনো বিলি করা হয়নি। এই বইগুলো বিলি না হওয়াতে ছাত্র-ছাত্রীরা যে বই সংকটে আছে এমন আভাস পেলে আমরা ধরে নিতাম বই বিতরণে সময়োচিত পদক্ষেপ না নেয়ার দরুনই এমনটা ঘটেছে। কিন্তু সংবাদের ভাষ্য পড়ে তেমন কিছু মনে হয় না। আসলে হিসেবের গড়মিলের ব্যাপারটিই মনে হয় ঠিক। অর্থাৎ এই উপজেলাগুলো থেকে প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তরের কাছে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সম্পর্কিত যে হিসেব দেয়া হয়েছিলো তা ছিলো অতিরঞ্জিত হিসেব। এই অতিরঞ্জিত হিসেব অনুযায়ীই যথারীতি বই পাঠানো হয়। বিতরণও করা হয় স্কুলে স্কুলে ঐ সমস্ত বই। আর বিতরণ শেষেই সম্ভবতঃ ধরা পড়ে হিসেবের সেই গড়মিল। এটা অবশ্য অনুমানের কথা। তবে অনুমানটা যে ভিত্তিহীন নয় এটা বোঝা যায়। উপযুক্ত তদন্ত হলেই আসল রহস্য বেরিয়ে আসবে।

বিনামূল্যের বই যথাসময়ে ছাত্র-ছাত্রীরা পাবে না এটাও যেমন সমর্থনযোগ্য নয়, তেমনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত বই উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে যাবে এবং মাসের পর মাস তা পড়ে থাকবে এটাও নিশ্চয়ই সমর্থন করা যায় না। কেননা বিনামূল্যে বই বিতরণ স্কীমের পেছনে সরকারকে প্রতি বছর ব্যয় করতে হয় কোটি কোটি টাকা। এত টাকা ব্যয়ের পর নিছক হিসেবের গড়মিলের কারণে গুদামে অথবা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তরে সেই বই দীর্ঘদিন পড়ে থেকে নষ্ট হবে বা পোকা-মাকড়ের খাদ্য বস্তুতে পরিণত হবে এমনটা নিশ্চয়ই হতে দেয়া যায় না। সরকারী সম্পদের সদ্ব্যবহার ও অপচয় এই দু'টি ব্যাপারেই সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। এ জন্যে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসগুলোর উচিত ছাত্র-ছাত্রীর সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করে যথাসময়ে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেয়া। হিসেবের সামান্য গড়মিল হলে এ ব্যাপারে কিছু বলার থাকে না। কিন্তু বড় রকমের গড়মিল হলেই মুশকিল। প্রয়োজনের তুলনায় বই যদি কম আসে তাহলে ছাত্র-ছাত্রীদের যেমন অসুবিধা হবে, তেমনি বেশী আসলে ক্ষতি হবে সরকারের। গভীর অর্থে জনগণের। কেননা সরকারের সম্পদ তো জনগণেরই সম্পদ। তাই এ ব্যাপারে আমরা সংশ্লিষ্ট সকলকে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি। একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই সরকার প্রাথমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে পাঠ্য বই বিতরণের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছেন। তাই এ ব্যাপারে সরকারকে সহযোগিতা করা সংশ্লিষ্ট সকলেরই কর্তব্য বলে আমরা মনে করি।